

কোরআন ও মোহাম্মদ - ২

ঈশ্বরকে স্ব-চক্ষে দেখে বিশ্বাস করাকে যদি আস্তিকতা বলা হয়, সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই একজন নাস্তিক; কারণ, আমি স্ব-চক্ষে ঈশ্বরকে কখনও দেখিনি এবং দেখার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না! অর্থাৎ, সারাটা জীবন নাস্তিক-ই থেকে যেতে হবে মনে হয়! তবে কোন কিছু স্ব-চক্ষে দেখে বিশ্বাস করার মধ্যে র্যাশনালিটি বা বুদ্ধিমত্তার তেমন কিছু নেই! হাত সাফাই ছাড়া, স্ব-চক্ষে কিছু দেখলে তো মানুষ বিশ্বাস করবেই! বরং স্ব-চক্ষে না দেখা কিছুকে নিজ বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করাই র্যাশনালিটি ও স্ক্রী-থিংকিং এর মধ্যে পড়ে।

মালিক সাহেব, আপনার আর আমার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, আপনি আমাকে কোন পয়েন্টে প্রমান সহ ঠেকিয়ে দিলে সেটা আমি হয় মেনে নেব অথবা সেই জায়গাতেই স্টপ হয়ে অন্য এ্যাঙ্গেল থেকে ভাবার চেষ্টা করবো; কিন্তু আপনাকে কোথাও ঠেকিয়ে দিলে সেটা আপনি সহজে যেমন মেনে নেবেন না আবার বার-বার হয়তো একই পয়েন্ট উত্থাপন করবেন! আশা করি বুঝাতে পেরেছি।

আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরটাই আসলে একটি ‘ধান ভানতে শীবের গীত’ লেখার উপর ব্যাসিস করে ছিলো! আপনি ‘কোরআন ও মোহাম্মদ’ নাম দিয়ে অনেক ধান ভানতে শীবের গীত গেয়েছেন এবং সেই সাথে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন! আমি সেগুলো ক্লোরিফাই করার চেষ্টা করেছি মাত্র! আপনি আগে শীবের গীত না গাইলে আমাকেও কিন্তু কষ্ট করে গাইতে হতো না! মাঝখানে থেকে দু’জনারই মূল্যবান সময় নষ্ট হলো! **তবে আমি কিন্তু শীবের গীত গাওয়ার পাসাপাসি আপনার প্রায় সবগুলো পয়েন্ট-ই খন্ডন করেছি!** আর কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়, তুলা দিয়ে সম্ভব নয়! তুলার দরকার আছে বটে, তবে কাঁটা তোলার পর ব্যাভেজ করার জন্য। এই লেখাটা সেই কাজই করবে বলে আশা করি!

সরি, আপনি ভুল বুঝেছেন! আমি কিছুটা ফান করে থাকতে পারি তবে ‘ঘাত-প্রতিঘাতের’ উদাহরন দিয়ে মুহাম্মদের রণকৌশল দ্বারা নিউটনের সূত্রকে জাষ্টিফাই করিনি! ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যাপারটি আসলে নিউটনের সূত্র আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই মানুষ মনের অজান্তেই এ্যাপ্লায় করতো, মুহাম্মদেরও আগে! নিউটন এসে সেটাকে **বৈজ্ঞানিকভাবে** সত্য প্রমান করেছেন। যেমন আপেক্ষিক সূত্র আবিষ্কারের আগেও মানুষ বলে থাকতে পারে ‘সবকিছুই আসলে আপেক্ষিক’। কিন্তু আইনস্টাইন এসে সেই কথাকেই **বৈজ্ঞানিকভাবে** সত্য প্রমান করেছেন। আপনি নিশ্চয় জানেন যে মানুষ কখনও একদম শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করতে পারেনা! ‘কিছু একটা’ দিয়ে যাত্রা শুরু করতে হয়। ‘ঘাত-প্রতিঘাত’, ‘আপেক্ষিক’, ‘সবকিছুই আপেক্ষিক’ ইত্যাদি টার্মগুলো নিশ্চয় নিউটন বা আইনস্টাইনের আবিষ্কার নয়! ওনারা যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে প্রচলিত কিছু কথাবাত্মকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা করেছেন এবং ইভেনচুয়্যালি প্রমানও করে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের সাথে বৈজ্ঞানিকদের এখানেই পার্থক্য!

আপনার সম্বন্ধে আমার অনুমান ভুল হতে পারে, কিন্তু মিথ্যে হবে কেন? আর অনুমানগুলিও কিন্তু নিছকই ‘অনুমান’ না! আপনার কয়েকটি লেখাতে সিলটি মৌলানা হাবিবুর রহমানকে টেনে এনে ইসলাম ও মুহাম্মদের সমালোচনা করেছেন, যেটা একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি! আপনি ইসলামকে বার-বার মৌলানা হাবিবুর রহমানদের মতো লোকদের চোখ (বা কার্যকলাপ) দিয়ে বিচার করতে চাচ্ছেন! সেখান থেকে মৌলানা হাবিবুর রহমানের সাথে আপনার কিছু ‘রিলেশন’ অনুমান করা অযৌক্তিক নয় বৈকি! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে অনুমান করাটা দোষের কিছু তো নয়-ই বরং বিজ্ঞানীরা অনেক ক্ষেত্রেই অনুমান করে এগোয়। যেমন ধরুন, ‘মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি নেই’ এটা জানার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রথমেই কিছু এ প্রাইয়রি (*a priori*) তথ্যের উপর ভিত্তি করে এ্যাজিউম (এক ধরনের বিশ্বাস) করে নিয়েছেন যে ‘মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে’। তারপর-ই কেবল তারা রিসার্চ শুরু করেছেন। রিসার্চের আউটকাম প্রাথমিক এ্যাজামশনের সাথে মিলে যেতেও পারে আবার নাও পারে। তবে বিজ্ঞানীরা পজেটিভ বা নেগেটিভ যে কোন রেজাল্টকে মেনে নিতে রাজি থাকেন, যদি তারা আন্বায়াসড হোন।

আপনার উল্লেখিত ‘হাদিস বিহীন ইসলাম’ কথাটা ভুল! ‘হাদিস বিহীন ইসলাম’ ফ্রেজটা রিডানডান্ট শুনায়, যেমন রিডানডান্ট শুনায় ‘লেজ বিহীন মানুষ’! কিছু দুষ্ট লোক জোর করে মালিক সাহেবের পেছনে একটি লেজ লাগিয়ে আগলি বানিয়ে দিলেও স্ব-হৃদয় ব্যক্তিবর্গ কিন্তু দেখামাত্রই মালিক সাহেবের আর্টিফিসিয়াল লেজটি খুলে ফেলতে সহায়তা করবে। আর লেজটা খুলে ফেলার পর কেহ মালিক সাহেবকে ‘লেজ বিহীন মালিক সাহেব’ বলে সম্বোধন করবেনা নিশ্চয়! আশা করি এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝাতে পেরেছি। কামরান মির্জা সাহেব থেকে ‘হাদিস বিহীন ইসলাম’ ফ্রেজটি শুনে আপনি নিজে মনে হয় আর চিন্তা করেননি! ঐযে বললাম, ব্রেনওয়াশ!

“আপনার ক্রোধের কারণ আপনার ফ্রাট্রেশনটা আমি বুঝি। একজন বিশ্বাসীর কাছ থেকে অকারনে ব্যক্তিগত আক্রমণ অপ্রত্যাশিত কিছু নয়” - আকাশ মালিক

ক্রোধ! ফ্রাট্রেশন! বিশ্বাসীর কাছ থেকে অকারনে ব্যক্তিগত আক্রমণ! ওয়াও! সত্য বলেছেন তো! এবার তাহলে তো কিছু বলতেই হয়! আপনিই বলার রুম করে দিলেন! সোবার ভাষাতেই বলি তাহলে! মানুষকে ‘বিশ্বাসীর খাঁচায়’ ঢুকিয়ে দিয়ে সহজেই ধরাশায়ী করার দিন মনে হয় গত হয়ে গেছে! আপনি হয়তো এখনও জেগে জেগে ঘুমোচ্ছেন! জীবনে অনেক বিশ্বাসী/অবিশ্বাসী দেখলাম। এখনও দেখছি। আমার লেখার স্টাইল থেকে হয়তো কিছু ‘ক্রোধ’ অনুমান করতে পারেন, কিন্তু ‘ফ্রাট্রেশন’ বা ‘বিশ্বাসীর অকারনে আক্রমণের’ কি দেখলেন? আপনার প্রায় সম্পূর্ণ লেখাটাই ইমোশন, ক্রোধ ও ফ্রাট্রেশনে ভরপুর এবং তার সবই একজন মৃত মানুষকে আক্রমণ করে! তাছাড়া ‘রায়হানের সৌজন্যে’ লেখার মধ্যে বিভিন্ন ‘চরিত্র’ ঢুকিয়ে দিয়ে রায়হানকে ঠিক কী কনভে করতে চেয়েছিলেন?

ইন রিয়্যালিস্টিক সেন্স, প্রত্যেক মানুষই একই সাথে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী! অদ্ভুত শুনচ্ছে কি! একজন মুসলিম যখন বলে যে সে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে বিশ্বাস করেনা তখন কিন্তু সে অন্যান্য সকল ধর্মের ফলোয়ারদের কাছে একজন অবিশ্বাসী! অন্যান্য যে কোন ধর্মের ফলোয়ারদের ক্ষেত্রেও একই লজিক প্রযোজ্য (বরঞ্চ একজন মুসলিম অন্যান্য যে কোন ধর্মের ফলোয়ারদের তুলনায় একটু বেশীই অবিশ্বাসী!)। নাস্তিকদের কাছেও কিন্তু আস্তিকরা অবিশ্বাসী; কারণ, একজন নাস্তিক যা বিশ্বাস করে, একজন আস্তিক তা হয়তো বিশ্বাস করেনা! সুতরাং আস্তিকতা ও নাস্তিকতা কিন্তু সম্পূর্ণ রিলেটিভ ব্যাপার!

যাহোক, আপনি কোন রকম সায়েন্টিফিক প্রমাণ ছাড়াই হয়তো বিশ্বাস করেন যে, এই ইউনিভার্সের কোন ক্রিয়েটর নেই! কোন রকম সায়েন্টিফিক প্রমাণ ছাড়াই হয়তো বিশ্বাস করেন যে, বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্রহ-নক্ষত্র সহ এই ইউনিভার্স নিছক-ই একটি এ্যাকসিডেন্টের ফল! কোন রকম সায়েন্টিফিক প্রমাণ ছাড়াই এ-ও হয়তো বিশ্বাস করেন যে, প্রি-বায়োটিক-সুপ থেকে আপনা-আপনিই (Spontaneously) মিলিয়ন-মিলিয়ন কালারফুল স্পেসিজ, মিলিয়ন-মিলিয়ন কালারফুল ফল-মূল-শস্য-উদ্ভিদ ইত্যাদির উৎপত্তি! আচ্ছা, বিভিন্ন প্রাণী এবং তাদের খাদ্যদ্রব্য পাশাপাশি কিভাবে এবং কেন ইভলভ করলো বলতে পারেন কি? প্রাণীর প্রয়োজনে খাদ্য ইভলভ করেছে নাকি খাদ্যের প্রয়োজনে প্রাণী? কি মনে হয় আপনার? খাদ্য খাওয়ার জন্যই কি মুখ ইভলভ করেছে, নাকি মুখ ইভলভ করেছে বলেই মানুষ খাদ্য খায়? কোন্টা সত্য? হাউ এ্যাবাউট পায়ু পথ! কবে, কোথায়, কোন্ মহেন্দ্রক্ষনে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ একে অপর থেকে সেপারেট হলো, কোন্টা থেকে কোন্টা ইভলভ করলো এবং কেন করলো বলতে পারেন কি? তাছাড়াও শুক্রানু ও ডিম্বানু! কলা ও মূলা! এ্যাপেল ও কাঁঠাল! আম ও জাম! লিচু ও ইক্ষু! মানুষ ও কলা! বেগুন ও ডাইনোসর! ফুল-কপি ও বাধা-কপি! তিমি ও ডুমুর! লাউ ও কাউ! আলু ও বালু! জিরাফ ও প্রজাপতি! গম ও শালগম!! আচ্ছা, শিশুর প্রাথমিক খাদ্যের জন্যই কি মা’র ব্রেস্টে দুধ তৈরী হয়? কেন? শিশু শক্ত খাবার শেখার পর পরই আবার মা’র ব্রেস্টের দুধ বন্ধ হয়ে যায় কেন? র্যান্ডমলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মা’র ব্রেস্টে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুধ থেকে যেতে পারেনা কেন? এ পর্যন্ত র্যান্ডমলি কিছু মানুষ, পশু, পাখি ইত্যাদি সৃষ্টির শুরু থেকে বেঁচে থাকলো না কেন? এখনও থাকছে না কেন?????.....?

আপনি নিজে কি কখনও এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছেন পৃথিবীটা সত্যি সত্যি গোলাকার কি না! মানুষের চাঁদে পদার্পন কি আপনি স্ব-চক্ষে দেখেছেন! আপনি কি স্ব-চক্ষে দেখেছেন পৃথিবীটা ঘন্টায় ১০০০ মাইলেরও বেশী বেগে ঘুরছে! কোনদিক থেকে কোনদিক ঘুরছে! দ্যাখেন নাই! কেহ যদি গোঁ ধরে বলে যে সে পৃথিবীর ঘূর্ণনকে বিশ্বাস করেনা (say), সেক্ষেত্রে আপনি নিজে কি তাকে প্রমান করে দেখাতে পারবেন? আপনার সন্তানেরা হয়তো একজন (ভুল) মানুষকে বিশ্বাস করে বাবা ডেকে আসছে ☺ কেহ যদি দুষ্টামো করে আপনার সন্তানদের কোনভাবে উক্ষে দেয় সেক্ষেত্রে তাদের সায়েন্টিফিক্যালি স্যাটিসফাই করতে পারবেন তো (যদিও সহজেই সম্ভব)? কাউকে বিশ্বাস করেই কিন্তু টাকা-পয়সা ধার দেন ফিরে পাবেন বলে! আপনি কিন্তু বিশ্বাস করেই বাড়ি থেকে বের হোন ভালোভাবে ফিরবেন বলে! সুতরাং, বুঝতেই পারছেন, বিশ্বাস ছাড়া মানুষ এক ধাপও চলতে অক্ষম! মানুষের অতি প্রয়োজনেই অনেক কিছুতে বিশ্বাস করতে হয়। শুধু সত্য কথাটা মুখে স্বীকার করতে ভয় পান এই আর কি! মনে করছেন স্বীকার করলেই হয়তো মৌলানা হাবিবুর রহমানদের কাতারে আবার চলে যেতে হবে! ছি! ছি! ছি! ছি! রাম! রাম! রাম! রাম! মৌলানা হাবিবুর রহমান (যার সাথে দ্বন্দ্ব হয়েছে) যা বিশ্বাস করে তা কি আর বিশ্বাস করা যায়! আপনার মতো প্রায় ৯৯% লোকের লজিক কিছুটা হয়তো এরকম :

মি. X একজন ক্রিমিনাল-লম্পট-বদমায়েশ (এবং তার সাথে সম্পর্কও খারাপ)।

মি. X পানি পান করে ('পানি'র জায়গাতে এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টার্ম বসিয়ে নিন)।

সুতরাং পানিও মাষ্ট বি ক্রিমিনাল-লম্পট-বদমায়েশ!

এরকম 'লজিক' দিয়ে সবকিছুকেই ক্রিমিনাল প্রমান করা সম্ভব! আপনি যদি কোন কিছুতেই বিশ্বাস না করেন সেক্ষেত্রে আপনার সাথে কিন্তু রোবট বা পশুর তেমন কোন পার্থক্য নেই! কারণ, রোবট বা পশুরাও কোন কিছু বিশ্বাস/অবিশ্বাস করে না! আর আপনিও যদি কিছু কিছু বিষয়ে বিশ্বাস করেন সেক্ষেত্রে আবার অন্য কাউকে 'বিশ্বাসীর খাঁচায়' গুঁজিয়ে দিয়ে তামাসা করার তো কোন মানে দেখিনা। আমি কিন্তু আপনাকে 'অবিশ্বাসীর খাঁচায়' গুঁজিয়ে দিয়ে কোন 'সুবিধা' নিই নাই! আমি আপনার মেসেজের সমালোচনা করেছি। যাহোক, র‍্যাশনালিটি ও বিশ্বাস/অবিশ্বাস একে অপরের সহোদর ভাই বলে আমি মনে করি। যেখানে র‍্যাশনালিটির রুম আছে সেখানে বিশ্বাস/অবিশ্বাসের রুম আপনা-আপনিই ওপেন হয়ে যায়, এন্ড ভাইসি-ভারসা। এ্যাবসলিউট সত্যের ক্ষেত্রে (যেমনঃ $2+2=4$, দুধের রং সাদা, মানুষ মরণশীল ইত্যাদি) বিশ্বাস/অবিশ্বাসের যেমন রুম নেই, তেমনি আবার র‍্যাশনালিটির রুমও কিন্তু নেই! তবে অপ্রমাণিত কোন বিষয়ে অবিশ্বাসের চেয়ে বিশ্বাসই কিন্তু বেশী র‍্যাশনাল, লজিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল! পরীক্ষায় পাশের ব্যাপারে আপনি যদি আগে থেকেই অবিশ্বাস করেন, সেক্ষেত্রে আবার ফেল প্রমাণ করার জন্য আপনি যেমন পরীক্ষায় বসবেন না (নাকি বসবেন!), তেমনি আবার কিন্তু আপনার কোন কালেই পরীক্ষায় পাশ করা হবে না! *একজন বিজ্ঞানী ভালো একটি রেজাল্ট পাওয়ার বিশ্বাস নিয়েই কিন্তু রিসার্চ শুরু করে, অবিশ্বাস নিয়ে নয়! বিজ্ঞানীরা যদি আগেই ধরে নেয় যে মঙ্গল গ্রহে কোন প্রাণের অস্তিত্ব নেই, সেক্ষেত্রে আবার প্রাণের অনস্তিত্ব প্রমান করতে যাওয়াটা কিন্তু চরম স্টুপিডিটি! আর এক্ষেত্রে মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি নেই সেটা আর কোনদিনই প্রমানিত হবে না!*

আপনি হয়তো বলতে পারেন উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর কিছু কিছু প্রমান করা সম্ভব। কথা কিন্তু সেটা না, মোদ্দা কথা হচ্ছে আপনি নিজে প্রমান করে দ্যাখেন নাই এবং আপনার পক্ষে প্রমান করাও হয়তো সম্ভব হবে না! *যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি নিজে কিছু প্রমান করছেন বা স্ব-চক্ষে দেখছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বিষয়টা আপনার কাছে কিন্তু শুধুই বিশ্বাস (বা হিয়ারার সেজ) থেকে যাচ্ছে! আপনি কিছু মানুষের কথাকে বিশ্বাস করছেন মাত্র! ইন ফ্যাক্ট, এই পৃথিবীর সাত বিলিয়ন মানুষের বিশ্বাস/অবিশ্বাস মাত্র কয়েকজন মানুষের হাতের মুঠোয় বন্দী! অস্বীকার করেন? সুতরাং, কাউকে 'বিশ্বাসীর খাঁচায়' বন্দি করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার আগে নিজের মুখটা আয়নায় দেখা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি!*

“এক সময় সারা বিশ্বের মানুষ বিশ্বাস করতো পৃথিবী গোলাকার নয় সমতল আর সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে। বিজ্ঞান যখন প্রমাণ করলো সারা জগতের মানুষের বিশ্বাস ভুল, অনেকেই তা সহজে মেনে নিতে পারলোনা। বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের মনে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মানুষ আঘাত পেয়েছে, বৈজ্ঞানিককে জেলে পুড়েছে, হত্যা করেছে অত্যন্ত নৃশংস ভাবে” - আকাশ মালিক

খুবই সত্য কথা এবং সবারই তা জানা! কিন্তু এই এজ ওল্ড উদাহরনের দ্বারা রায়হানকে কিছু বুঝাতে চাইলেন কি? “আমার কোরআন ও মোহাম্মদ লেখাটা একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কিন্তু রায়হানের মতো অনেকেই তা মেনে নিতে পারছেননা” - বলতে চাচ্ছেন?!

একদিকে বলবেন ‘বিজ্ঞানের সাথে ধর্ম মেশানো যাবেনা’, আবার পরক্ষণেই ধর্মের সাথে বিজ্ঞান মিশিয়ে ধর্মকে অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন? আর কতদিন এই ডাবল ষ্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখবেন! বিজ্ঞানের সাথে ধর্ম মেশানো জায়েজ না হলে ধর্মের সাথে বিজ্ঞান মেশানো জায়েজ কি? তাছাড়া আপনি ধর্মের সাথে বিজ্ঞান মিশিয়ে অবৈজ্ঞানিক এমন কী প্রমাণ করলেন শুনি!

আপনার উপরোক্ত এজ ওল্ড উদাহরনে ধর্ম ও বিজ্ঞানের এ্যানালজিটাও ভুল! তার কারণ হচ্ছে, পৃথিবী নামক একটি গ্রহ অনেক আগে থেকেই ছিল এবং এখনও আছে (Absolute truth), সবাই তা স্ব-চক্ষে দেখতেও পাচ্ছিল এবং এখনও পাচ্ছে (Again, absolute truth); কিন্তু সেই গ্রহটার আকার বা আকৃতি সম্বন্ধে মানুষের সঠিক ধারণা ছিল না। মানুষ অনুমান করেছে মাত্র। পরবর্তীতে কিছু বিজ্ঞানী এসে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিলেন যে ‘পৃথিবীটা আসলে সমতল নয়, গোলাকার আকৃতির’। আপনি কি এভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে, এই মহাবিশ্বের কোন ক্রিয়েটর নেই বা আছে? কোনকালে কেহ পারবে বলে মনে হয় কি? কিভাবে সম্ভব? উত্তর যদি ‘না’ হয়, সেক্ষেত্রে আপনার এ্যানালজিটা ইল্লজিক্যাল! সবকিছুতেই বিজ্ঞানকে টানিয়ে আনাটাও ভুল! কারণ, বিজ্ঞান সবকিছু নিয়ে ডিল করে না। বিজ্ঞান তো আর নিজে থেকে কিছু করতে পারেনা, তাই না। বিজ্ঞানীরা যেটা করে সেটাকেই আমরা বিজ্ঞান হিসেবে ধরে নিই। বিজ্ঞানীদের দেবতা ভাবারও কোন কারণ নেই কিন্তু! তারাও আপনার-আমার মতোই ছোট-খাটো মানুষ, তবে কিছুটা বেশী স্মার্ট, ইন্টেলিজেন্ট ও পরিশ্রমী। তাদেরও অনেক লিমিটেশন আছে! তাছাড়া কথায় কথায় বিজ্ঞানকে টেনে আনলেই বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানমনা হওয়া যায় না, কি বলেন!

ইন টু সেন্স, প্রকৃত বিজ্ঞানী কখনও অবিশ্বাসী হতে পারেনা! বড় বড় বিজ্ঞানীদের কেহই সম্ভবত অবিশ্বাসী ছিলেন না! প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাসকে সামনে রেখেই কিন্তু এগোতে হয়! বিজ্ঞানীদের মধ্যে অবিশ্বাসের প্রবণতা বেড়েছে মূলতঃ খৃষ্টান চার্চের সাথে কিছু বিজ্ঞানী বা বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারের দ্বন্দ্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে! অর্থাৎ, গ্যালিলিওর সমসাময়িক সময় থেকে। তাছাড়া কিছু বিজ্ঞানী বা বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারের সাথে খৃষ্টান চার্চের দ্বন্দ্বকে সকল ধর্মের নামে জেনারেলাইজড করাটাও ফেয়ার না। অন্যান্য কমিউনিটি এই তিক্ত বোঝা বইবে কেন? ‘ইসলামিক’ টেররিজমের দায়িত্ব কি অন্যান্য কমিউনিটি নিচ্ছে?

ওয়েল, আমিও আপনার ‘প্রশ্ন না করার নামই ধর্ম’ বক্তব্যকে কোরান দিয়ে ফলসিফাই করেছি। এবার মেনে নেওয়া বা না নেওয়া আপনার ব্যাপার। আমাকে আবার জেলে পুড়েন কিনা বা নৃশংস ভাবে হত্যা করেন কিনা কে জানে!

আপনার কোরানের (বা নামায-রোযার) সাথে ধুমপানের এ্যানালজিটাও ইল্লজিক্যাল! কারণ, তামাকের খারাপ দিক সায়েন্টিফিক্যালি ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করে প্রমাণ করা সম্ভব; যেটা কোরানের (বা নামায-রোযার) ক্ষেত্রে সম্ভব নয়! তাছাড়া ‘কোরান (বা নামায-রোযা) ধুম-পানের সমতুল্য, নাকি মধু-পানের সমতুল্য’ - এই বিচার কে করবে? গণতন্ত্রের সংগা অনুযায়ী, এরকম সমস্যা সমাধানের জন্য তো গণভোটে যেতে হয়। ভোটের ফলাফল মেনে নেবেন তো? নাকি বিচার মানি, কিন্তু তাল গাছটা আমার!

“বড়য় আফসুসের বিষয় সারা পৃথিবী খোঁজে কোরআনের সত্যতা প্রমাণ ও মোহাম্মদের চারিত্রিক সার্টিফিকেট দেয়ার জন্য একজন মুসলমান পেলেন না, দ্বারস্থ হলেন হিন্দু সাম্প্রদায়িক মহাত্মা গান্ধী সহ কয়েকজন ভন্ড পশ্চিমা লেখকের” - আকাশ মালিক

ফানি ইন্ডিড! প্রথমত কোরানের সত্যতা প্রমাণের জন্য আমি তাদের কথা কোট করিনি! দ্বিতীয়ত পশ্চিমা লেখকরা মুহাম্মদের সাফাই গেয়েছেন আর এজন্যই কি তারা ভন্ড হয়ে গেলেন? নাকি তারা প্রকৃতপক্ষেই ভন্ড? প্রমাণ করতে পারবেন? মুহাম্মদের সাফাই গাওয়ার জন্যই কি মহাত্মা গান্ধী আপনার চোখে সাম্প্রদায়িক হয়ে গেলেন? নাকি আপনি মনে প্রাণে তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে বিশ্বাস করেন! কোন্টা সত্য? আশা করি উত্তর দেবেন। George Bernard Shaw, Thomas Carlyle, Sir Richard Gregory, Michael H. Hart, Dr. Joseph Adam Pearson, Sarogini Naidu সহ পঞ্চাশেরও অধিক নন-মুসলিম স্কলারদের সবাই আপনার চোখে ভন্ড? কারণ তারা মুহাম্মদের সাফাই গেয়েছেন? নাকি আপনিই ভন্ড চোখ দিয়ে সবকিছু দেখছেন! শুনেছি মানুষ নাকি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভংগ করে। আপনি তো দেখছি আরো একধাপ এগিয়ে!

পশ্চিমা কিছু ‘ভন্ড লেখক’ ও ‘সাম্প্রদায়িক’ মহাত্মা গান্ধীর কথা কেন তুলে ধরেছি এটুকু যদি বুঝতে না পারেন তাহলে তো দাদা আমি ঠিকই বলেছি যে আপনাকে আরো অ-নে-ক এগোতে হবে! মুসলিম লেখকদের লেখা মুহাম্মদের বিভিন্ন বায়োগ্রাফি কি আপনি পড়েননি! মৌলানা মওদুদীর লেখায় মুহাম্মদ সম্বন্ধে কি কিছুই খুঁজে পান নাই! কোরান-হাদিসেও না!

একদিকে মুসলিম লেখকদের কথা তুলে ধরলে বলবেন ‘ওদের কথা বিশ্বাস করিনা; কারণ ওরা মুসলিম, ওরা টেরিষ্ট, ওরা বায়াসড ইত্যাদি’, আরেকদিকে আবার নন-মুসলিম লেখকদের কথা তুলে ধরলে বলবেন ‘ওরা ভন্ড, ওরা সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি’! ইংরেজীতে একটি কথা প্রচলিত আছে, ‘You cannot have your cake and eat it too!’ এবার বলুন, আপনি কোন্ পক্ষের কথা বিশ্বাস করেন? মুসলিম নাকি নন-মুসলিম? পশ্চিমা নাকি উত্তরা!

আপনি নিজেও কিন্তু একজন পশ্চিমা ‘ভন্ড’ লেখকের উদ্ভৃতি তুলে ধরেছেন (যদিও মুহাম্মদের উপর না)! পশ্চিমা লেখক যারা মুহাম্মদের সমালোচনা করেছে তারা আপনার চোখে ভালো, আর যারা প্রশংসা করেছে তারা ভন্ড বলতে চাচ্ছেন? কেন এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড! *পশ্চিমা লেখকদের উদ্ভৃতি ছাড়া ভালো আর্টিকল তো খুব কমই দেখি। কিন্তু শুধু মুহাম্মদ বা ইসলামের ক্ষেত্রে পশ্চিমা লেখকদের উদ্ভৃতি তুলে ধরলে কারো কারো গা এতো জ্বালা করে কেন!* এই বিদ্বেষের সোর্স কোথায়! এই দ্বৈত ব্যারামের ঔষধ-ই বা কি!

“দেখুন স্বয়ং আয়েশা আপনার সামনে হাজির। একটি পুরনো লিখা আপনার সৌজন্যে পুনঃপ্রচার করা হলো” - আকাশ মালিক

আগেই বলেছি, আপনার প্রত্যেকটি লেখাই আগ্রহ সহকারে পড়ি। ফলে এতবড় একটি লেখা পুনঃপ্রচার না করলেও পারতেন! শুধু সুরা নূর কেন, কোরানের কোথাও ‘আয়েশা’ নাম একবারও উচ্চারণ করা হয়নি (আমি খুঁজে পাইনি)! এই কথাটাই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। *নাহ, আয়েশা আমার সামনে এখনও হাজির হয়নি! জ্বীন-পরীর উপর আপনার খুব ভালো কন্ট্রোল নেই মনে হচ্ছে! এতবড় একটা জ্বীন-পরীর কেছা দ্বিতীয়বার না শুনায়ে বরং যে আয়াতে আয়েশার নাম উল্লেখ আছে সেই আয়াত নাম্বার দেওয়াটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হতো না!* সেক্ষেত্রে সবারই মূল্যবান সময় বেঁচে যেত। সোজা পথ থাকতে আঁকা-বাঁকা বন্ধুর পথে কে হাঁটতে চায় বলুন! আশা করি এবার আয়াত নাম্বারটা দেবেন।

‘সাধু সন্তের দেশে’ বইটি আমি পড়িনি এবং হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধেও আমার তেমন কোন ধারণা নেই, ফলে কमेंট করা থেকে বিরত থাকলাম। তাছাড়া এই উদাহরণের কারণও আমার কাছে ঠিক পরিস্কার না!

আপনার চিন্তাভাবনা শুধু ইওটোপিয়া-ই না, সেই সাথে ইমপ্র্যাকটিক্যাল এবং আনরিয়্যালিস্টিকও বটে! বিজ্ঞানীরা ‘এসব’ নিয়ে কাজ করে না! আপনি কিছু প্রচলিত বিশ্বাস পরিত্যাগ করেই হয়তো মনে করছেন কি হনুরে! কিন্তু নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন আসলেই কিছু হয়েছে কি না। আপনি আসলে কিছুই হন নাই (হেয় করার অর্থে বলছি না)! মাঝখানে থেকে একরাশ ত্রোদ, ঘৃণা, বিদ্বেষ আর ফ্র্যাঙ্কশন আপনার মনে বাসা বেধেছে; যেগুলো হয়তো আগে ছিল না!

এই লেখাটা পড়ে আপনি হয়তো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ক্ল্যাসিফিকেশন শুরু করে দেবেন আর সেই সাথে আপনার ‘বিশ্বাসকে’ ইনিয়ে-বিনিয়ে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করবেন! তবে সেটা কিন্তু হালে পানি পাবে না! কারণ আমার কাছে ‘বিশ্বাস’ মূলতঃ দু’প্রকার :

(১) (সায়েন্টিফিক ডেটা সহ) স্ব-চক্ষে দেখে বিশ্বাস (Kind of robotic belief!)

(২) স্ব-চক্ষে না দেখেও কিছু ইনফরমেশনের উপর ব্যাসিস করে নিজ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে এ্যানালাইসিস করে বিশ্বাস (This kind of belief is based on rationality and freethinking, in probabilistic sense. Religious belief belongs to this category)

এবার ব্যাণ্ডেজ ঠিকমতো হয়েছে তো ☺

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com